নাগরিকতা প্রকল্প

সাম্য ও সমতার বাংলাদেশ: জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই উন্নয়ন

পটভূমি

বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়ন-এ তীব্র বৈষম্য ও বঞ্চনা বিদ্যমান। বিশেষ করে নারী ও যুব সমাজ সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যা আরো প্রকটভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন সরকারি সেবা যেমন—সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, কৃষি সহায়তা, সুপেয় পানি-সেনিটেশন-স্বাস্থ্য এবং খাদ্য সহায়তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এই অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার অভাব। বর্তমান নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনগ্রসর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিলেও তা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে একেবারেই অপ্রতুল। শ্রমবাজারে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও নেতৃত্বের পদে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখনও নগণ্য। একইভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের, বিশেষকরে নারী ও যুব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সীমিত থাকায় তাদের কণ্ঠস্বর জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছায় না। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও বিশেষ করে অভীষ্ট ৫-জেন্ডার সমতা এবং অভীষ্ট ১৬-শান্তি, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান এর অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিকতা প্রকল্পটি তৃণমূলের জনগণ, স্থানীয় সরকার, নাগরিক সমাজ, নাগরিক সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য

এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টা এগিয়ে নেয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে এই কার্যক্রমে চারটি কৌশলগত দিক নির্ধারণ করা হয়েছে: প্রথমত, স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে নাগরিক দল গঠন এবং সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়ত, এসডিজি অভীষ্ট ৫ ও ১৬ ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা এবং গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা; তৃতীয়ত, বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এসডিজি'র এই দুটি অভীষ্ট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা; এবং চতুর্থত, তৃণমূলের জনগণ, নীতিনির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সদস্য, গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণী সুপারিশগুলো তুলে ধরা।

প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠন

উচ্চ দারিদ্র্যের হার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা (বন্যা, হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ) এবং নারী ও যুবকদের উচ্চ উপস্থিতি হারের জন্য পরিচিত এমন চারটি জেলা (বগুড়া, শেরপুর, সুনামগঞ্জ ও নোয়াখালী) নির্বাচন করা হয়েছে । প্রকল্প কার্যক্রমে নিম্নোক্ত চারটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।

জেলা	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠন
বগুড়া	Gram Unnayan Karma (GUK)
শেরপুর	Indigenous Peoples Development Services (IPDS)
নোয়াখালী	Participatory Research & Action Network (PRAAN)
সুনামগঞ্জ	Efforts for Rural Advancement (ERA)

কার্যক্রম

নাগরিক দল তৈরিঃ এই কার্যক্রমের আওতায় চারটি জেলার ১৬ টি উপজেলায় নাগরিক দল (CG) গঠন করা হবে। প্রতিটি নাগরিক দল গঠিত হবে স্থানীয় (উপজেলা) পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে। এছাড়া, যারা এলাকার দরিদ্র নারী, কৃষক, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করেন এমন ব্যক্তি যেমন শিক্ষক, সমাজসেবক, সাংবাদিক ও সমাজহিতৈষী তাঁরাও এ দলে অংশ নেবেন। প্রতিটি নাগরিক দলে সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। নাগরিক দলের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যেন তার নাগরিক অধিকার, সরকারি সেবা এবং স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

সামাজিক নিরীক্ষাঃ স্থানীয় প্রশাসন ও সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক দলগুলো সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকার থেকে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব সেবা প্রদান করা হয় সেগুলোর কার্যকারিতা এবং চ্যালেঞ্জগুলো কি কি সে বিষয়ে এই সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালিত হবে। সিপিডি স্থানীয় বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিক দলগুলোকে সামাজিক নিরীক্ষার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনাঃ সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে নাগরিক দল নিজ নিজ জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করবে। সরকারি বিভিন্ন সেবার উপরে পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

নাগরিক দলের অন্যান্য কার্যক্রমঃ নাগরিক দলগুলো নিয়মিতভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং তা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে সমাধানের চেষ্টা করবে। এছাড়াও নাগরিক অধিকার, সরকারি সেবা এবং স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করবে। একইসাথে স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসনের মধ্যে জবাদিহিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

গবেষণা এবং সংলাপঃ সিপিডি এসডিজি অভীষ্ট ৫ ও ১৬ বিষয়ে দুটি গবেষণা পরিচালনা করবে। বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং স্থানীয় সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফলকেও গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

গবেষণার ফলাফল নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে চারটি সংলাপের আয়োজন করা হবে, যেখানে নীতি নির্ধারক, গবেষক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও কার্যক্রমের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রচারের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাথে গোল টেবিল আলোচনার আয়োজন করা হবে এবং ক্রোড়পত্র আকারে তা প্রকাশ করা হবে।

যুবদের সম্পৃক্ত কার্যক্রমঃ এই কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে যুবদের সম্পৃক্ত করা হবে। স্থানীয় নাগরিক দলের যুবরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এছাড়াও জাতীয় সংলাপ এবং গোলটেবিল আলোচনায় যুবরা অংশগ্রহণ করবে। দেশের যুবদের সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে তাদের জন্য এসডিজি অভীষ্ট ৫ ও ১৬ বিষয়ে কার্টুন এবং ছবিতোলা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে। ছবি এবং কার্টুন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

জাতীয় সম্মেলনঃ কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ে একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এই সম্মেলনে পুরো প্রকল্পের সময়কালে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তা তুলে ধরা হবে। সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল এবং গবেষণার সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে। চারটি জেলা থেকে নাগরিক দলের ২০০ জন সদস্য এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। এছাড়াও নীতি নির্ধারক, গবেষক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক সহ আরো ২০০ জন অংশগ্রহণকারী এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। এই কার্যক্রম থেকে উঠে আসা বিভিন্ন সুপারিশ যেন নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলে সে আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই সম্মেলন আয়োজন করা হবে।

কার্যক্রমের উপকারভোগী

স্থানীয় নাগরিকঃ নারী, যুবক, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে ৪টি নির্বাচিত জেলায় ১৬টি নাগরিক দল (CG) গঠনের মাধ্যমে ৩২০ জন নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই নাগরিক দলের সাথে ১৬ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের (CV) অন্তর্ভূক্ত করা হবে যাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে। এছাড়া, প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত ৪ জন মাঠ সমন্বয়কারী (FC) সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা এবং স্থানীয় সরকারের সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পাবেন।

স্থানীয় এনজিওঃ স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সংযুক্ত করার জন্য বাস্তবায়নকারী অংশীদার (IP) হিসেবে কাজ করবে। ৪টি নির্বাচিত জেলায় মোট ৪টি এনজিও সরাসরি বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে যুক্ত থাকবে। সিপিডি'র সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এবং সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যুক্ত হয়ে, এই এনজিওগুলো তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

সরকারি কর্মকর্তাঃ স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষত ৪ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা নাগরিক গ্রুপের (CG) সদস্যদের সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এই আলোচনার মাধ্যমে

সরকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সরাসরি বুঝতে সক্ষম হবেন। এছাড়া, জাতীয় সংলাপে এবং জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে গবেষণা ফলাফল এবং সুপারিশসমূহ জানার সুযোগ পাবেন।

সংলাপ অংশগ্রহণকারীঃ প্রকল্পের চারটি জাতীয় সংলাপ, সম্মেলন এবং গোলটেবিল আলোচনায় আনুমানিক ৬০০ জন প্রত্যক্ষ উপকারভোগী অংশগ্রহণ করবেন, যার মধ্যে যুব প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন।

যুব পোস্টার ও কার্টুন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীঃ এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুমানিক ২০০ অংশগ্রহণকারী এসডিজি অভীষ্ট ৫ এবং ১৬ এর উপর ভিত্তি করে মৌলিক কার্টুন ও ফটোগ্রাফ জমা দেবেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনুসারীঃ প্রকল্পের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা আনুমানিক ৯০,০০০ বাংলাদেশি নাগরিককে পৌঁছানোর একটি প্রত্যক্ষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে, যেমন ইনফোগ্রাফিকস, অ্যানিমেটেড ভিডিও এবং নীতি সংক্ষেপ তথ্য, এই কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

যোগাযোগ এবং প্রচার

এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে প্রকাশনা তৈরি করা হবে, যেমন, গবেষণা প্রতিবেদন, তথ্য কণিকা, পলিসি ব্রিফ ইত্যাদি। সিপিডি'র ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব প্রকাশনার প্রচারণা চালানো হবে। এছাড়াও কার্যক্রমের খবর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবে মিডিয়াকে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে। এছাড়াও ছোট ছোট ভিডিও দিয়ে কার্যক্রম এবং এসডিজি অভীষ্ট নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হবে।

প্রকল্প ফলাফল ও স্থায়িত্বশীলতা

প্রকল্প ফলাফল স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নারী, যুব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নাগরিক দলকে সামাজিক নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এতে অংশগ্রহণকারীরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন ও অধিকার আদায়ে সংগঠিত হতে পারবে। এই গ্রুপের সদস্যরা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে, যা প্রকল্প সমাপ্তির পরও জবাবদিহিতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততার একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলবে। নাগরিক দল গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যত সহযোগিতা ও অ্যাডভোকেসির জন্য একটি সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি হবে।

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক ও ফিল্ড কোর্ডিনেটরদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কার্যকর সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করবে এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। তারা পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। অ্যাডভোকেসি বা অধিপরামর্শ সংলাপ ও গবেষণা ফলাফলকে সংযুক্ত করে লিঙ্গ সমতা এবং শান্তি ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। বাস্তবায়ন সহযোগী (IPs), ফিল্ড কোর্ডিনেটর ও

কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা স্থানীয় সরকার ও কর্তৃপক্ষের (LAs) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে এবং সরকারি সেবা প্রদান, লিঙ্গ সমতা ও সুশাসন সম্পর্কিত নীতি ও কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।